সর্বসাধারণের অবগতির জন্য কয়েকটি দিশা নির্দেশ দেওয়া হল:

১। মানসম্মানের সাথে সুস্থ সবল শিক্ষা দীক্ষা এবং সুরক্ষার সহিত বাঁচা ও বেঁচে থাকার অধিকার;

২। আইন মেনে স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তে যাতায়াত, বসবাস, চাকরি বাকরি, ব্যবসা বানিজ্য করা;

৩। আইনের চক্ষে প্রত্যেকের সমানাধিকার বাদবিদ্বেষ ব্যাতিরিকে শোষণমুক্ত আইনের শাসনে জীবন ধারণ প্রত্যেক ভারতীয়ের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। প্রকারান্তরে সেগুলিই মানবাধিকার রুপে স্বীকৃত।

উপরোক্ত অধিকার সমূহ কিম্বা কোনো একটির কিম্বা তার কোনো ভগ্নাংশের উলঙ্ঘন আইনের চোখে অপরাধ এবং ক্ষেত্র বিশেষে শাস্তিযোগ্য। সাধারনত দুভাবে মানবাধিকার হনন কিম্বা হরণ হতে পারে। কোনো ব্যাক্তি, গোষ্ঠী অথবা পক্ষ দ্বারা কিম্বা রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় কর্তৃবৃন্দ কিম্বা আইনের রক্ষক দ্বারা। প্রথম ক্ষেত্রে প্রতিকার পাওয়ার জন্য সাধারনত থানা, পুলিশ এবং আদালতের ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তদব্যাতীত প্রতিকার পাওয়ার জন্য মানবাধিকার কমিশন গঠন হয়েছে। তাঁদের কাছে ই-মেইল কিম্বা ডাকযোগে কিম্বা সশরীরে হাজির হয়ে অভিযোগ জমা দিতে পারা যায়। এই সমস্থ অভিযোগ দ্রুত খতিয়ে দেখতে ও উপযুক্ত ব্যাবস্থা নিতে সাহায্য করার জন্য অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত নির্দেশ মেনে চলুন:

১. বাংলা, হিন্দি কিম্বা ইংরাজি যে কোনো ভাষায় অভিযোগ করতে পারা যায়। কিন্তু বাংলায় অভিযোগ লেখা হলে অল্প কথায় ঘটনার সারমর্ম লেখা যায় এবং তা সহজেই বোধগম্য হয়;

২. অভিযোগটি একেবারে অসম্ভব না হলে অনধিক দুইশত শব্দের মধ্যে সীমিত রাখুন,

৩. অভিযোগটি টাইপ করে দিলে ভালো হয়, তা না হলে নিদেনপক্ষে পরিস্কার হাতের লেখায় হতে হবে,

৪. অভিযোগের সারমর্ম, ঘটনার দিন, তারিখ, সময় এবং সাক্ষীদের পরিচয় সহ দিলে ব্যাবস্থা নিতে সুবিধা হবে, নচেৎ সেই কারণে অভিযোগ খারিজও হয়ে যেতে পারে,

৫. অভিযোগকারীর ঠিকানা ও ফোন নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করুন। যদি ই-মেইল এড্রেস থাকে তাও জানান;

৬। ঘটনা ঘটার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাতে হবে। এক বছর আগের ঘটনার কোনো অভিযোগ নিস্পত্তি করার এক্তিয়ার কমিশনের নেই;

৭. অভিযোগটি অবশ্যই চেয়ারপার্সেন, পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন কে উদ্দেশ্য করে লেখা উচিত। বহু অধিকারিকের সাথে মানাবাধিকার কমিশনকেও উদ্দেশ্য করে অভিযোগ, অভিযোগকারীর আন্তরিকথার অভাবই দর্শায় যার ফলে অভিযোগটি খারিজ হয়ে যেতে পারে কিম্বা কমিশন মনে করতে পারে যে অন্যেরা ব্যাবস্থা হয়তো নিয়েছেন। এক কথায় ভাগের মা গঙ্গা পায় না দশা হতে পারে;

৮. একই অভিযোগ একাধিক কমিশনের কাছে করলেও উপরোক্ত ফল হতে পারে;

৯. অভিযোগটি পূর্বে ব্যাবহৃত কোনো অভিযোগের ফটোকপি হলেও একই ফল হতে পারে। মনে রাখবেন যারা আপনার অভিযোগ খতিয়ে দেখবেন তাদের বিরক্তির উদ্রেক হয় এমন কিছু করা আপনার অভিযোগের জন্যই ক্ষতিকার;

১০. আপনার অভিযোগ কখনোই পারিবারিক কলহ, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ, বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়া বিবাদ, পাওনাদার-দেনাদারের বিবাদ, মালিক-কর্মচারীর বিবাদ,

শরিকি বিবাদ কিম্বা এমন বিবাদ যা দেওয়ানি আদালতের অন্তর্ভুক্ত কিম্বা যা ফৌজদারি বিচারাধীন বিবাদ অথবা নিস্পত্তি হইয়াছে সেইরুপ কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে হওয়া উচিত নহে কারণ সেই সমস্ত ক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশনের কোনো এক্তিয়ার নাই;

১১. অভিযোগটি স্বাক্ষর করা কিম্বা টিপসহি দিতে ভুলবেন না। কোন জরুরি তথ্য গোপন করবেন না।তাহলে পত্রপাঠ খারিজ হোয়ে যেতে পারে;

১২. একই অভিযোগ ভিন্ন ভিন্ন নামে কিম্বা বারে বারে করবেন না। প্রয়োজন হলে আপনার অভিযোগটি কি অবস্থায় আছে জানার জন্য কমিশনের ওয়েবসাইটে লগ-ইন করে দেখে নিতে পারেন;

১৩. যদি কোন অভিযোগকারী মনে করেন যে তাঁর অভিযোগের কোন বিশেষ বিষয় সম্মন্ধে কমিশন দৃষ্টিপাত করেন নাই তাহলে উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করে পুনর্বিচারের জন্য মূল অর্ডারের কপি পাওয়ার পর অনধিক দুমাসের মধ্যে দরখাস্ত করতে পারেন;

১৪. জেনে শুনে কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত অভিযোগ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই ধরনের অভিযোগ করা হলে, কমিশন উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে।

১৫. কমিশনের কার্যে উন্নতিকল্পে আপনার সুচিন্তিত মতামত, শলাপরামর্শ সর্বদাই স্বাগত।